গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সুপারিশমালায় স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট সুপারিশমালা বাস্তবায়নে গঠিত কমিটির সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	: জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
তারিখ ও সময়	: ০৯ মার্চ ২০২২ খ্রি:, বিকাল ৩:০০ ঘটিকা
স্থান	: সভাকক্ষ, স্থানীয় সরকার বিভাগ
সভার উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট-**ক**

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কমিটি (এনআরএসসি) এর ২৬তম সভায় মোট ১১১টি সুপারিশ গৃহিত হয়। উক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়নে মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর নেতৃত্বে গঠিত টাস্কফোর্স-এর ১ম সভায় ১১১টি সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চারটি পৃথক কমিটিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট আশু করণীয়, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী মোট ৪০(চল্লিশ)টি সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ বিভাগের সচিবের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট ১১টি দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিসহ গঠিত ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ কমিটির গত ১৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ১ম সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত এক কর্মশালায় স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট ৪০টি সুপারিশ বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। উক্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে আজকের সভার আয়োজন করা হয়েছে।

২. সভাপতি আরোও জানান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী'র সভাপতিত্বে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত টাস্কফোর্সের ৪র্থ সভায় সারাদেশে নসিমন, করিমন, ভটভটি ইত্যাদির চলাচল নিয়ন্ত্রণ, সড়ক-মহাসড়কে নির্ধারিত টার্মিনাল/স্ট্যান্ডের বাইরে যানবাহন থেকে অবৈধভাবে টোল আদায় বন্ধকরণ, কার পার্কিং নিয়ন্ত্রণ, মহাসড়কের পার্শ্বে হাট-বাজার না বসানো ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তিনি উক্ত সভায় গৃহিত স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা কর্তৃক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভা পরিচালনা করার জন্য অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন)-কে অনুরোধ করেন।

৩. স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন) জনাব মুস্তাকীম বিল্লাহ ফারুকী জানান, এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সুপারিশমালার বিপরীতে প্রণীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন কার্যক্রম সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), পুলিশ বিভাগ ও সড়ক বিভাগের কাজের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। তিনি কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের সর্বশেষ অবস্থা এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা আছে কিনা সে বিষয়ে বক্তব্য প্রদানের জন্য সকল সদস্যকে অনুরোধ জানান। তিনি উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১)-কে এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট ৪০টি সুপারিশসহ প্রণীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপনের জন্য আহবান জানান।

৪. সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১) জনাব মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম জানান, স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট ৪০টি সুপারিশের মধ্যে অধিকাংশ সুপারিশের বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ডিটিসিএ এবং বিআরটিএ। উল্লিখিত দপ্তর/সংস্থাসমূহ হতে ৪০টি সুপারিশ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি সংগ্রহ করে প্রতিবেদন আকারে প্রস্তুত করে গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি ৪০টি সুপারিশ বাস্তবায়নে প্রণীত কর্মপরিকল্পনার সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভাকে অবহিত করেন। তিনি আরও জানান, টাস্কফোর্সের গত ২০ জুন ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩য় সভায় গৃহিত স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহের

বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন গত ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। টাস্কফোর্সের ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গিয়েছে। উক্ত সভায় গৃহিত এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাকে শীঘ্রই পত্র প্রেরণ করা হবে।

৫. ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব ফরিদ আহম্মেদ সভায় জানান, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ১০৯ বর্গকিলোমিটার এলাকায় প্রায় ১.২০ কোটি লোক বসবাস করে। এখানকার অধিকাংশ ভবন নির্মাণে ইমারত নির্মাণের সকল বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় না এবং রাস্তাগুলো খুবই সরু। নবগঠিত ১৮টি ওয়ার্ডে পরিকল্পিতভাবে মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী রাস্তাঘাট নির্মাণসহ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পূর্বের ৫৭টি ওয়ার্ডকে নিয়ে পথচারীবান্ধব নগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে উভয় পাশে ৫ ফুট করে ফুটপাতসহ প্রতিটি রাস্তা ২০ ফুট করে প্রশস্ত করা হবে। যেখানে ২০ ফুটের রাস্তা আছে সেখানে উভয় পাশে ৩ ফুট করে ফুটপাত রাখা হবে। ট্রাফিক বিভাগের সাথে সমন্বয় করে ডিএসসিসি অধিক্ষেত্রে অটোমেটিক ট্যাফিক সিগন্যাল সম্বলিত ৫৩টি ইন্টারসেকশন আধুনিকীকরণের উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয়েছে। পরিচ্ছন্ন মহাগনগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৭৫টি ওয়ার্ডে ৭৫টি সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন (এসটিএস) গড়ে তোলা হবে। ইতোমধ্যে ৫৫টি এসটিএস নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। বর্জ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রাইমারি কালেকশন সার্ভিস (পিসিএস) চালু করা হয়েছে যেখানে কর্মীরা প্রতিটি বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে নিকটবর্তী এসটিএস-এ নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে মাতুয়াইল ল্যান্ডফিলে নিয়ে যাওয়া হয়। টাস্কফোর্সের অপর একটি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মহানগরীতে টার্মিনাল/স্ট্যান্ডের বাইরে রাস্তায় গাড়িয়ে থামিয়ে টোল বা সেবামূল্য আদায় বন্ধ করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সায়েদাবাদ, ফুলবাড়িয়া, গুলিস্তান ও ধোলাইখাল বাস টার্মিনাল হতে প্রভাবশালী সিন্ডিকেটের কারণে সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আদায় অনেক কম হতো। বর্তমানে মাননীয় মেয়র-এর হস্তক্ষেপে উক্ত টার্মিনালগুলোকে অবৈধ সিন্ডিকেটমুক্ত করে যথাযথভাবে ইজারা প্রদান করা হয়েছে এবং এতে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে। টার্মিনাল/নির্ধারিত পয়েন্টের বাইরে যেন অবৈধভাবে কোন টোল আদায় না করা হয় সেজন্য সকল ইজারাদারকে কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সায়েদাবাদ টার্মিনালকে বিশ্বমানের একটি অটোমেশন টার্মিনালে রূপান্তরের জন্য একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। যানজন নিরসনের লক্ষ্যে ফুলবাড়িয়া, গুলিস্তান ও ধোলাইখাল টার্মিনালগুলোকে অন্যত্র উপযুক্ত স্থানে স্থানান্তরের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফুটপাতগুলো হকারমুক্ত করার লক্ষ্যে হকারদের জীবন-জীবিকা ও পুনর্বাসনের বিষয়টি বিবেচনা করে একসাথে সকলকে উচ্ছেদ না করে পর্যায়ক্রমে উচ্ছেদ করা হচ্ছে।

৬. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ শরীফ উদ্দীন সভায় জানান, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে গত পাঁচ বছরে ১৫০ কিলোমিটার নতুন ফুটপাত নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে এই সিটি কর্পোরেশনে প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার ফুটপাত রয়েছে। ফুটপাতগুলো অবৈধ দখলমুক্ত রাখতে নিয়মিত উচ্ছেদ কার্যক্রমসহ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। মিরপুর, বারিধারা ও আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকার রাস্তাগুলোকে প্রশস্ত করে স্লোপিং, জেব্রা ক্রসিং ও রোর্ড মার্কিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ০৮টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান ফুটওভার ব্রিজগুলোতে এক্সেলেটর স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। সকল সড়কে পর্যায়ক্রমে ফেন্সিং, রোড মিডিয়ান স্থাপন করা হচ্ছে। টাস্কফোর্সের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে চলমান কার্যক্রমগুলো বেগবান করার বিষয়ে সিটি কর্পোরেশন তৎপর রয়েছে মর্মে তিনি জানান।

৭. সভায় উপস্থিত বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব ওসমান আলী জানান, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ইজারাযোগ্য দুইটি টার্মিনাল রয়েছে। একটি সায়েদাবাদ এবং অন্যটি দয়াগঞ্জ বাস ও ট্রাক টার্মিনাল। ধোলাইখাল ও ফুলবাড়িয়া-গুলিস্তান টার্মিনালের বেশির ভাগ অংশই রাস্তার উপরে বিস্তৃত হয়েছে মর্মে তিনি জানান। সিটি কর্পোরেশনের নির্ধারিত টার্মিনাল/স্ট্যান্ডের বাইরেও সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক যানবাহন থেকে অবৈধভাবে টোল বা সেবামূল্য আদায় করা হচ্ছে মর্মে তিনি অভিযোগ করেন। সিটি কর্পোরেশনে নির্ধারিত সিএনজি স্ট্যান্ড না থাকায় সিটি কর্পোরেশনের টোল/ফি পরিশোধ করা সত্বেও প্রায়শ: পার্কিং এর জায়গার অভাবে পুলিশ কর্তৃক নো-পার্কিং এর মামলার জটিলতায় পড়তে হচ্ছে। তিনি টোল বা সেবামূল্য আদায়ের লক্ষ্যে পয়েন্ট বা স্থান সুনির্দিষ্ট করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। এছাড়া তিনি মহাখালী, নাবিস্কো, পলিটেকনিকসহ ঢাকা শহরে বিদ্যমান ইউটার্নগুলোকে প্রশস্ত করা এবং যাত্রী ও সাধারণ মানুষের রাস্তা পারাপারের সুবিধার্থে মহাখালী বাস টার্মিনালের সামনে একটি ওভারব্রিজ তৈরি করার জন্যও সভায় সুপারিশ করেন। আব্দুল্লাহপুর সংলগ্ন টংগীব্রিজের দুই পাশে অবৈধভাবে গড়ে উঠা কাঁচাবাজার ও হকারদের উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়েও তিনি আহবান জানান। তিনি আরোও জানান, সারাদেশে অধিকাংশ হাট-বাজার প্রায়শ: মহাসড়ক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায়। এতে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। রাস্তায় বা মহাসড়কে যেন হাটবাজার না বসে সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

৮. হাইওয়ে পুলিশ হেডকোয়াটারের সি.এস.পি জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সভায় জানান, হাইওয়ে পুলিশ কর্তৃক ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে ২৫৬টি স্থায়ী-অস্থায়ী হাট-বাজার সনাক্ত করা হয়েছে যেগুলো মহাসড়কের পার্শ্বে অবস্থিত। হাট-বাজারগুলোকে মহাসড়কের ২০০-৩০০ ফুট ভিতরে বসার জন্য ইজারা প্রদান করা হলেও এগুলো ক্রমশ মহাসড়কের নিকটে চলে আসে। হাট-বাজারগুলোতে আসা নসিমন, করিমন ও পণ্যবাহী বিভিন্ন যানবাহনের কারণে মহাসড়কে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয় এবং মাঝে মাঝে দুর্ঘটনা ঘটে। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে মানুষকে সচেতন করার জন্য হাইওয়ে পুলিশ কর্তৃক সড়কের মোড়ে ৩৭৮৩টি সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। প্রকৌশলগত আরো কোন সুপারিশ থাকলে হাইওয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে তা বাস্তবায়ন করা হবে মর্মে তিনি জানান।

৯. এ পর্যায়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব ফরিদ আহম্মেদ জানান, ডিএসসিসি অধিক্ষেত্রে ১৮২টি বেসরকারি বাজার রয়েছে যেগুলোর উপর প্রকৃতপক্ষে কারো নিয়ন্ত্রণ নেই। এই বাজারগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে বেসরকারি হাট-বাজার স্থাপন এবং পরিচালনা শীর্ষক একটি প্রবিধানমালা অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এটি অনুমোদিত হলে উক্ত বেসরকারি হাট-বাজারগুলোর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। তিনি আরোও জানান ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৩টি জায়গায় তাদের নিজস্ব কার পার্কিং রয়েছে। তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল কমিউনিটি সেন্টারের বেজমেন্টে কার পার্কিং ব্যবস্থা রাখার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক On Street Car Parking এর জন্য ২২টি পয়েন্ট নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে এবং মেট্রোপলিটন পুলিশের সাথে সমন্বয় করে আরো ৪১টি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত একটি খসড়া নীতিমালা অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হবে মর্মে তিনি জানান।

১০. রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সদস্য (উন্নয়ন) মেজর (ইঞ্জি.) সামসুদ্দীন আহমদ (অব:) সভায় জানান, ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে বেজমেন্টে কার পার্কিং ব্যবস্থা রেখে রাজউক হতে ভবন নির্মাণের অনুমতি নেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রেই বেজমেন্টে কার পার্কিং ব্যবস্থা রাখা হয় না। ব্যবস্থা রাখা হলেও কিছু কিছু ভবনের বেজমেন্ট বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১১. বাংলাদেশ ট্রাক কাভার্ড ভ্যান মালিক সমিতির সভাপতি হাজী মোঃ তোফায়েল হোসেন মজুমদার সভায় জানান, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত টার্মিনালের বাইরেও ট্রাক থামিয়ে অবৈধভাবে টোল আদায় করা হচ্ছে। তিনি নির্ধারিত টার্মিনালের বাইরে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক অবৈধভাবে টোল আদায় বন্ধ করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় সুপারিশ করেন।

১২. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব এম এ আখতার হোসেন সভায় জানান, বর্তমানে ২৪টি জেলায় উপজেলা পর্যায়ে যে সড়কগুলোর নির্মাণ ও উন্নয়ন করা হচ্ছে সেগুলোতে Road safety item গুলো অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক এলজিইডি'র Road design Standard অনুমোদিত হয়েছে। এতে রোড ইন্টারসেকশনগুলো খুব ভালোভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং নতুন রাস্তা নির্মাণে পর্যায়ক্রমে একটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই ইন্টারসেকশনগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামীণ রাস্তা থেকে ধীরগতিতে নিরাপদে মহাসড়কে গাড়ী প্রবেশ করতে পারবে। সেজন্য ট্রাফিক বিভাগকে গাইড করা হবে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের যে সকল রাস্তায় এই সুবিধা বর্তমানে নেই সেগুলোতেও রোড সেফটি আইটেমগুলো আলাদাভাবে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। রেলক্রসিং গুলোতে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়েকে নিয়ে সার্ভে করা হচ্ছে। সার্ভে সম্পন্ন হওয়ার পর রেলক্রসিংগুলোতে প্রয়োজন অনুসারে পর্যায়ক্রমে গেইট অথবা ওভারপাস স্থাপনের কার্যক্রম বাংলাদেশ রেলওয়েকে নিয়ে সমন্বিতভাবে করা হবে।

১৩. বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর সহকারী অধ্যাপক কাজী মোঃ সাইফুল নেওয়াজ সভায় জানান, সড়ক দুর্ঘটনা রোধে ট্রাস্কফোর্সের ১১১টি সুপারিশ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে সড়কের বিশৃঙ্খলা এবং দুর্ঘটনা অনেকাংশে হ্রাস পাবে মর্মে আশা করা যায়। তিনি জানান, এলজিইডি কর্তৃক রোড সেফটি ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে। এলজিইডির সকল রাস্তা নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্পে উক্ত ম্যানুয়াল যথাযথ অনুসরণের বিষয়ে তিনি গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া রাজধানীর ফুটপাতগুলো পরিস্কার রাখাসহ এগুলোতে বিদ্যমান ল্যাম্পপোস্ট, বিভিন্ন ইউটিলিটি সেবার লাইন, নর্দমা ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে তিনি সভায় সুপারিশ করেন।

১৪. ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)'র যুগ্ম-কমিশনার সৈয়দ নুরুল ইসলাম সভায় জানান, সম্প্রতি কয়েকটি মেগা প্রকল্পের কারণে ঢাকা শহরে যানজট এবং ভোগান্তি কিছুটা বেড়েছে। একটি আদর্শ মহানগরীর মোট আয়তনের ২৫% জায়গা যানবাহন ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন। কিন্তু ঢাকা মহানগরীতে যানবাহন ব্যবস্থাপনার জন্য মাত্র ৬% জায়গা রয়েছে। এর মধ্যে ৩% জায়গা বিভিন্ন প্রকল্পের কারণে দখলকৃত থাকে। এ কারণে ঢাকা মহানগরীতে যত্রতত্র

On street parking এর পরিমাণ বেড়েই চলছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক On street parking এর জন্য নির্ধারণ করে দেওয়া ২২টি পয়েন্ট গাড়ির সংখ্যা বিবেচনায় খুবই অপ্রতুল। বসুন্ধরা শপিং সেন্টারসহ অধিকাংশ বাণিজ্যিক ভবনের বেজমেন্টে কার পার্কিং ব্যবস্থা না থাকায় অথবা থাকলেও সেগুলো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের কারণে রাস্তায় পার্কিং এর পরিমাণ বাড়ছে এবং যানজটসহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। ভবনের বেজমেন্টে কার পার্কিং ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে তিনি জানান। এছাড়া তিনি সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস, ট্রাক টার্মিনাল ইজারা আদায় কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটরিং করার জন্য সংশ্লিষ্টদের আহবান জানান।

১৫. এ পর্যায়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জানান, সিটি কর্পোরেশনের ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ মেট্রোপলিটন পুলিশের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার পার্কিং এর জায়গাগুলো নির্ধারণ করে থাকে। রাজধানীর ওসমানী মিলনায়তনের বেসমেন্টে ২২০০ গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থা রেখে ওসমানী উদ্যানটি সংস্কারের জন্য প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে এবং সামনে পার্কিং করা গাড়ীগুলোর পার্কিং এর সংস্থান করাও সম্ভব হবে। যত্রতত্র কার পার্কিং রোধে ট্রাফিক পুলিশের সাথে আলোচনা করে স্থান নির্ধারণ করে দেওয়ার কার্যক্রম চলছে।

১৬. জনাব এ কে এম মোশাররফ হোসেন মিয়াজী, অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক (ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট), পুলিশ হেডকোয়ার্টারস জানান, সম্প্রতি মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ একটি রিট পিটিশনে সারাদেশে থ্রি হুইলার ইজি বাইক বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু দেশের অনেক পৌরসভাতে এখনোও ইজি বাইক চালানোর অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসহ সারাদেশে থ্রি হুইলার ইজি বাইক চলাচল বন্ধ করতে এগুলোকে যেন লাইসেন্স প্রদান না করা হয় সেবিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

১৭. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ তানভীর সিদ্দীক সভায় জানান, টাস্কফোর্সের ১১১টি সুপারিশের মধ্যে ৩৪টি সুপারিশ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলোর মধ্যে অধিকাংশ সুপারিশই সড়ক মহাসড়ক হতে অবৈধ স্থাপনা ও হাট-বাজার উচ্ছেদ সংক্রান্ত। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক উচ্ছেদ অভিযান সবসময়ই চলমান রয়েছে। তিনি আরো জানান, গাউসিয়া রোডে On street parking এর কারণে সেখানে প্রচন্ড জ্যামের সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

১৮. কাজী মোঃ সাইফুল নেওয়াজ, সহকারী অধ্যাপক, বুয়েট On street parking ব্যবস্থাটি ঢাকা শহরের বর্তমান প্রেক্ষাপটে উপযুক্ত কিনা সে বিষয়টি যাচাই করার জন্য একটি কমিটির মাধ্যমে ফিজিবিলিটি স্টাডি করা প্রয়োজন মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন।

১৯. স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন) জনাব মুস্তাকীম বিল্লাহ ফারুকী ডিএমপি'র দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, রাস্তায় অবৈধ পার্কিং করা গাড়িগুলোকে মামলা প্রদানের ক্ষেত্রে যেন কোন প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব পোষণ না করা হয় সে বিষয়টি খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

২০. বাংলাদেশ ট্রাক কাভার্ড ভ্যান মালিক সমিতিরি সহ-সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ কুতুবুদ্দীন সাগর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ইজারা প্রদানকৃত বাস-ট্রাক টার্মিনালসমূহের টোল বা সেবামূল্য আদায় কার্যক্রম ভালোভাবে মনিটরিং করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান।

২১. সভাপতি জানান, টাস্কফোর্স কর্তৃক প্রণীত স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট ৪০টি সুপারিশের কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে সকলকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। ঢাকা শহরের বর্তমান প্রেক্ষাপটে On street parking ব্যবস্থাটি উপযুক্ত কিনা সে বিষয়ে ফিজিবিলিটি স্টাডি করে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন)-কে আহবায়ক করে ডিএমপি, সিটি কর্পোরেশন, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বুয়েট এবং বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এই কমিটি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্মিত ইউ-টার্নগুলো যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে কিনা সে বিষয়টিও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটি প্রতিবেদন দাখিল করবে। সড়ক মহাসড়কের পার্শ্বে অবৈধভাবে গড়ে উঠা হাট-বাজারগুলো উচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, হাইওয়ে পুলিশ ও সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সিটি কর্পোরেশনের ফুটপাতগুলো পুলিশের সহায়তা নিয়ে পর্যায়ক্রমে অবৈধ দখলমুক্ত করার জন্য সিটি কর্পোরেশন কার্যকর ব্যবস্থা নেবে। এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত রাস্তা হতে মহাসড়কে গাড়ি প্রবেশকালে যেন কোন দুর্ঘটনা না ঘটে সে জন্য রাস্তাগুলোর কোন অবকাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে এলজিইডি নকশা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেবে। রাজধানীতে কার পার্কিং বেজমেন্ট বিহীন ভবনের সংখ্যা নিরূপনের লক্ষ্যে রাজউক কর্তৃক একটি সার্ভে পরিচালনা করার জন্য রাজউক বরাবর পত্র প্রেরণের জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন।

২২. **সিদ্ধান্ত:**

বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে গঠিত টাস্কফোর্সের সুপারিশমালার মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট আশু করণীয়, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী মোট ৪০(চল্লিশ)টি সুপারিশ বাস্তবায়নে প্রণীত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থাকে তৎপর হতে হবে এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন যথাসময়ে এ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	১। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন; ২। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন; ৩। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর; ৪। বিআরটিএ; ৫। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর; ৬। ডিটিসিএ।
২.	দপ্তর/সংস্থা হতে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন পাবার পর সমন্বিত অগ্রগতি প্রতিবেদন যথাসময়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ; সদস্য সচিব (সংশ্লিষ্ট কমিটি)।
৩.	টাস্কফোর্সের ৪র্থ সভায় স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাকে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪.	সারাদেশে নসিমন, করিমন, ভটভটি ইত্যাদি যেন মহাসড়কে চলাচল করতে না পারে সে জন্য সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া থ্রি হুইলার ইজি বাইক চলাচল বন্ধ করার জন্য সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক এগুলোর লাইসেন্স প্রদান বন্ধ করতে হবে।	সিটি কর্পোরেশন (সকল); পৌরসভা (সকল); ইউনিয়ন পরিষদ (সকল)
৫.	সিটি কর্পোরেশনসমূহ কর্তৃক ইজারা প্রদানকৃত বাস-ট্রাক টার্মিনালসমূহের বাইরে সিটি কর্পোরেশনের নির্ধারিত স্থান ব্যতিত অন্য কোন স্থান বা পয়েন্ট হতে অবৈধভাবে টোল বা সেবামূল্য আদায় করা যাবে না। সিটি কর্পোরেশনসমূহ এ বিষয়টি নিয়মিত মনিটরিং করবে।	সিটি কর্পোরেশন (সকল);
৬.	ভবনের বেজমেন্টে কার পার্কিং এর জায়গা রাখা হচ্ছে কিনা এবং বেজমেন্ট বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে রাজউক কর্তৃক একটি সমীক্ষা পরিচালনা করতে হবে এবং সমীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)
৭.	ঢাকা শহরের বর্তমান প্রেক্ষাপটে On street parking ব্যবস্থাটি উপযুক্ত কিনা সে বিষয়ে ফিজিবিলিটি স্টাডি এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্মিত ইউ-টার্নগুলো যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নিম্নবর্ণিতভাবে কমিটি গঠন করা হলোঃ	স্থানীয় সরকার বিভাগ; ডিএমপি; ডিএসসিসি/ ডিএনসিসি; রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ; সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর; বুয়েট; বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ); বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন।

(১)	অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ	আহবায়ক
(২)	যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
(৩)	সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি (ডিএসসিসি, ডিএনসিসি)	সদস্য
(৪)	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)র প্রতিনিধি	সদস্য
(৫)	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর প্রতিনিধি	সদস্য
(৬)	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
(৭)	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর প্রতিনিধি	সদস্য
(৮)	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ এর প্রতিনিধি	সদস্য
(৯)	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের প্রতিনিধি	সদস্য

৮.	সড়ক মহাসড়কের পার্শ্বে অবৈধভাবে গড়ে উঠা হাট-বাজারগুলো উচ্ছেদে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল); হাইওয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টারস; সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর।
৯.	সিটি কর্পোরেশনের ফুটপাতগুলো পুলিশের সহায়তা নিয়ে পর্যায়ক্রমে অবৈধ দখলমুক্ত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সিটি কর্পোরেশন (সকল); বাংলাদেশ পুলিশ;
১০.	এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত রাস্তা হতে মহাসড়কে গাড়ি প্রবেশকালে যেন কোন দুর্ঘটনা না ঘটে সে জন্য রাস্তাগুলোর কোন অবকাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে নকশা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।

২৩. পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ১৬/০৩/২০২২
(হেলালুদ্দীন আহমদ)
সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্মারক নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.০৭০.১৮.০৪৮.১৯-**৩০০(১/৫০)**

তারিখ: ০৭ চৈত্র ১৪২৮ / ২১ মার্চ ২০২২

বিতরণ-কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ দপ্তর, ঢাকা।
৩. চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক ভবন, ঢাকা।
৪. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/ প্রশাসন/ নগর উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, আবদুল গণি রোড, ঢাকা।
৮. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা।
৯. চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
১০. কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ইস্কাটন, ঢাকা।
১১. অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, হাইওয়ে পুলিশ হেডকোয়াটার্স, ৩৪ শাহজালাল এভিনিউ, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা।
১২. অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ হেডকোয়াটার্স, হাউজ-১৩, রোড-০৭, সেক্টর-১০, উত্তরা, ঢাকা।
১৩. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, টেকনিক্যাল সার্ভিস উইং, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৪. যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-১/ নগর উন্নয়ন-২/ পরিকল্পনা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
১৬. পরিচালক, দূর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, পলাশী, ঢাকা।
১৭. পরিচালক (ইঞ্জিঃ), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), এলেনবাড়ি, বনানী, ঢাকা-১২১২।
১৮. উপসচিব (পৌর-১/ পৌর-২/ সিটি কর্পোরেশন-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯. সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, ইউনিক হাইটস, শাহবাগ, ঢাকা।
২০. সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
২১. সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক-কভার্ড ভ্যান মালিক সমিতি, তেজগাঁও, ঢাকা।
২২. সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ বাস/ ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন, আহসানউল্লা ভবন, ২৫৭/ক বাগবাড়ি, গাবতলী, ঢাকা।
২৩. জনাব ওসমান আলী, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
২৪. হাজী মোঃ তোফায়েল হোসেন মজুমদার, সভাপতি, বাংলাদেশ ট্রাক কাভার্ড ভ্যান মালিক সমিতি, ঢাকা।

অনুলিপি-জ্ঞাতার্থে/ কার্যার্থে(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), ঢাকা।
৪. মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব (যুগ্মসচিব), স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. উপসচিব (নিরাপত্তা-২), জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৮. অফিস কপি।

২৯.০৩.২০২২

(মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম)
উপসচিব
ফোন: ০২-২২৩৩৫৩৬২৫
মুঠোফোন: ০১৭১৬-৪২৬১২০
ইমেইল: lgcc1@lgd.gov.bd